মো. তৌহিদুল হসলাম ▷

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি

শিক্ষা প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষা মানুষকে সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দেয়। শিক্ষার ক্রম উন্নয়ন ও অগ্রগতি জনগণকে সচেতন ও দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করে এবং এর মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত হয়।

'সবার জন্য শিক্ষা' সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের আলোকে সরকার সব শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০১৩ সালে ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি বিদ্যালয় জাতীয় করা হয়। বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় সরকারি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু এবং একজন করে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। বিনা মূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতায় আনয়ন, প্রধান শিক্ষকদের পদমর্যাদা তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত করার পাশাপাশি সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল উন্নীত করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ, নলকূপ স্থাপন, টয়লেট নির্মাণ, শিক্ষকদের দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান, মাল্টিমিডিয়াসহ ল্যাপটপ সরবরাহ, সমাপনী পরীক্ষা চালু, প্রাথমিক বৃত্তির সংখ্যা দ্বিগুণ করা, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি চালু প্রভৃতি। সব আয়োজনের লক্ষ্যই হলো শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদান।

প্রাথমিক শিক্ষা সরকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। সব শিশুকে সুশিক্ষা দিয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই এ বিভাগের প্রধান কর্তব্য। যেসব কর্মকর্তা স্কুল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাঁদের কমিটমেন্ট ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে হবে। মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলীর। শিক্ষকতার পেশাকে নিছক দায়িত্ব হিসেবে বিবেচনা না করে সেটিকে মহান ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষকদের আন্তরিক ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিক্ষকরাই জাতি গঠনের প্রধান কারিগর।

একটি বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রধান শিক্ষক হলেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কারণ তিনি নিজে সামনে থেকে যেমন নেতৃত্ব দেবেন, তেমনি সহকারীদেরও তাতে উদ্বুদ্ধ করবেন। তা ছাড়া তিনি নিয়মিত এলাকায় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে বিদ্যালয়ের স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যাবেন। প্রধান শিক্ষক প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি স্টাফ মিটিং করবেন। ওই মাসের একটি পরিকল্পনা ও স্বপ্ন নির্ধারণ করবেন এবং সবাই মিলে তা অর্জন করবেন। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান একজন আরেকজনের সঙ্গে শেয়ার করবেন। প্রধান শিক্ষক তাঁর সহকর্মীদের পাঠদান পর্যবেক্ষণ করবেন, নোট রাখবেন এবং তিনি অবশ্যই তাঁর ফলাবর্তন দেবেন। গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের পূর্বশর্ত হলো শতভাগ উপস্থিতি। তাই শিক্ষকরা অবশ্যই শ্রেণিভিত্তিক কার্যকর মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক ও হোম ভিজিট করবেন। অভিভাবকদের সচেতন করার কাজটিও শিক্ষকদের যত্নসহকারে করতে হবে। জনগণের সম্পৃক্ততা খুবই জরুরি। এটা না করতে পারলে বিদ্যালয়ের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

শিক্ষকদের ক্লাস নেওয়ার পদ্ধতি গতানুগতিক হওয়ায় শিক্ষার্থীরা অমনোযোগী হয়ে পড়ছে এবং শিক্ষার্থীদের যোগ্যতাভিত্তিক কম্পিটেন্সি অর্জিত হচ্ছে না। শিক্ষককে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে পাঠদান করতে হবে। একটি আনন্দমুখর, শিশুবান্ধব শিখন পরিবেশ শিশুর বিদ্যালয়ে আসার ও শেখার আকর্ষণ হিসেবে কাজ করে। শিক্ষা একটি গতিশীল ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা-চেতনা ও Innovation অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষের অভ্যন্তরের মানুষটিকে পরিচর্যা করে খাঁটি মানুষ বানানোর প্রচেষ্টাই শিক্ষা।' শিক্ষক যখন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করবেন তখন তাঁর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হবে মনোযোগ আকর্ষণ করা। ছোট একটি শিশু শুরুতে কখনো বুঝবে না শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক সবার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাঠদান শুরু করবেন। ক্লাসে প্রতিটি কার্যক্রম যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, শিক্ষক সেদিকে খেয়াল রাখবেন। প্রতিটি শিশুর দক্ষতা সমান করার লক্ষ্যে সবচেয়ে অপারগ শিশুটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সে জন্য অপারগ শিশুকে চিহ্নিত করে তাদের নিরাময়ের ব্যবস্থা করতে হবে। মনে করতে হবে, প্রতিটি শিশুই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণিতে ভাষার চারটি দক্ষতার মধ্যে প্রথমেই শোনা ও বলা—অর্থাৎ শুনে বুঝতে ও বলতে শিখবে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণিতে পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং শিশুদের আনন্দদায়ক বিভিন্ন খেলা, খেলনা ও উপকরণের মাধ্যমে ভাষা ও গণিত বিষয়ে পাঠদান করতে হবে। এটি অধিকতর জ্ঞান, দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদান করলে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে।

প্রতিটি বিষয়ে শিশু যেন আগ্রহী হয়ে ওঠে। বিষয়টি কী, কেন, কিভাবে হয়েছে, সেটি জানার জন্য তার মধ্যে যেন আগ্রহ তৈরি হয়, শিক্ষক সেটি নিশ্চিত করবেন। শিশুর মনে স্বপ্নের বীজ বুনতে হবে, যা একদিন ফুলে-ফলে শোভিত হয়ে উঠবে। বাংলা ও ইংরেজি (রিডিং) সাবলীলভাবে পড়ার প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। সব শিক্ষার্থী যেন বিষয় পড়ে বুঝতে পারে, সে ব্যাপারে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। যোগ্যতাভিত্তিক পাঠদান, ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতাগুলো অর্জন করাতে হবে। শিক্ষাদানের পাশাপাশি শিক্ষার্থীকে প্রকৃত মানুষ তথা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের দেশপ্রেম, নৈতিকতা, শিষ্টাচার, নিয়মানুবর্তিতা শেখাতে হবে। তাদের সৃজনশীলতা ও বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলতে হবে।

লেখক : জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, রাজবাড়ী

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণিতে ভাষার চারটি দক্ষতার মধ্যে প্রথমেই শোনা ও বলা—অর্থাৎ শুনে বুঝতে ও বলতে শিখবে। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রথম শ্রেণিতে পাঠ্য বইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং শিশুদের আনন্দদায়ক বিভিন্ন খেলা, খেলনা ও উপকরণের মাধ্যমে ভাষা ও গণিত বিষয়ে পাঠদান করতে হবে। এটি অধিকতর জ্ঞান, দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদান করলে অনেক বেশি ফলপ্রসূ হবে